যুদ্ধকালীন ধর্ষণ ও বীরাঙ্গনাদের সঙ্গে গবেষণা: সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত নীতিমালা

অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জী
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

E·S·R·C ECONOMIC & SOCIAL RESEARCH COUNCIL
Economic and Social Research Council
Shaping Society

Durham University

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

প্রেক্ষাপট: এই নীতিমালা অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জী প্রকাশিত দ্যা স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাংলাদেশ ওয়ার অফ ১৯৭১ (২০১৫, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬, জুবান)] বইয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে নজিরবিহীন তা হলো, অন্যান্য যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার মতো ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন ধর্ষণ ও সহিংসতার ব্যাপারে কোনো নিরবতা ছিল না। বরং একাত্তরে ধর্ষিত নারীদেরকে সরকার কর্তৃক 'বীরাঙ্গনা' (সাহসী নারী) খেতাবের বিষয়টি জনস্মৃতিতে রয়েছে। জাতিতাত্ত্বিক গবেষণার ধারায় অধ্যাপক মুখার্জী এই কাজটি করেন যুদ্ধের সময় ধর্ষিত নারী, তাঁদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের সাথে; রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, মানবাধিকারকর্মীদের মাঝে; আর পাশাপাশি তিনি আর্কাইভ ঘাটেন, ভিজ্যুয়াল ও সাহিত্যে তাঁদের নানাবিধ উপস্থাপনার পরীক্ষা করেন। সংঘাতকালে সংঘটিত যৌন সহিংসতা বিষয়ে এ যাবতকাল পর্যন্ত করা বেশিরভাগ গবেষণায় শুধুমাত্র সহিংসতার সাক্ষ্য তুলে ধরার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। **নির্যাতিতের সাথে গবেষণা ও সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে** *স্পেক্ট্রাল উন্ড* **বইটি দেখায় যে শুধু যুদ্ধকালীন ধর্ষণের অভিজ্ঞতার উপরে মনোযোগ দেয়ার ফলে:** (১) যেসব পরিস্থিতিতে সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় সেসবের উপর পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় না। (২) ফলে, দলিলসমূহকে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সাক্ষ্যগ্রহণকারীর (গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, উকিল, লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী প্রভৃতি) স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মূল সাক্ষ্য বিকৃত হয়ে গেছে। (৩) এজন্য, সাক্ষ্যদানকারী তার যুদ্ধকালীন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বলার মধ্য দিয়েও আরেক দফা এবং বার বার আক্রান্ত হতে পারে। (৪) ফলে, **সাক্ষ্যদানকারীদের প্রত্যাশা ও বিচার লাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে।**

এসব সংবেদনশীল ও নৈতিক দিক বিবেচনায় নিয়ে, অধ্যাপক মুখার্জী রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে (বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের নানা অংশীজনের সাথে আলোচনা করে) একটি **নীতিগত নির্দেশিকা বা ইথিক্যাল গাইডলাইনস ও একটি সচিত্র কাহিনী বা গ্রাফিক নভেল প্রণয়ন করেছেন। উভয় প্রকাশনাই দ্যা স্পেক্ট্রাল উন্ড বইয়ের সহপাঠ্য হিসেবে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।** এই নীতিগত নির্দেশিকাটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা (১২ বছর বা তদোর্ধ্ব বয়সী) যেমন, তেমনি পেশাগতভাবে যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের নিয়ে কাজ করা কর্মীরাও ব্যবহার করতে পারবেন।

এই নীতিমালাটি ব্যবহারে গণমাধ্যমের একটা বড় দায়িত্ব আছে। কীভাবে কোনো বীরাঙ্গনার সাক্ষ্যগ্রহণ হবে বা তাঁর বিষয়ে তথ্য নীতিসম্মত উপায়ে জোগাড় করা যাবে, সেই বিষয়ে এই নীতিমালা অবহিত করবে। এটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করবে, কীভাবে ও কী পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত হবে। এমনকি, তথ্য সংগ্রহ করার পর কী হবে, কীভাবে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হবে ইত্যাদিও পরিস্কার করবে। বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্যগ্রহণে বাংলাদেশে কোন নীতিমালা এটির পূর্বে ছিল না। তালিকাভুক্ত বীরাঙ্গনাদেরকে ভাতা প্রদান বাংলাদেশ সরকারের একটি সাহসী ও মহতী উদ্যোগ। লক্ষণীয় যে, এ পর্যন্ত বাংলাদেশ হচ্ছে এশিয়ার একমাত্র দেশ, যেটি যুদ্ধকালীন ধর্ষণের শিকার নারীদেরকে প্রথমে বীরাঙ্গনা খেতাব প্রদান করেছে এবং পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বীরাঙ্গনাদের ভাতা প্রদানের প্রয়োজনে সাক্ষ্যগ্রহণকারীদের জন্য এই নীতিমালাটি প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া, ভবিষৎ গবেষক ও কর্মীরাও বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্যগ্রহণের সময় এই নীতিমালাটি অনুসরণ করতে পারেন। এই নীতিমালাটি এশিয়ার প্রথম দৃষ্টান্ত যা অন্যদেশ অনুকরণ করতে পারে। ২০১৮ সালের আগস্টে এই নীতিগত নির্দেশিকাটি উন্মোচন করেন একদল বীরাঙ্গনা এবং বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশে এখন যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত এবং তাঁরা **সরকারি পেনশন পাচ্ছেন**। সুতরাং, রাষ্ট্র কর্তৃক বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা এবং তাদেরকে সরকারি পেনশনের জন্য নিবন্ধিত করার জন্য এই নির্দেশিকা অত্যাবশ্যক। **যুদ্ধশিশুদের** স্বীকৃতি অর্জনেও এই নির্দেশিকা সহায়ক হবে। আর বর্তমান পরিসরে সংঘাতের সময় ঘটা যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রেও (যেমন **রোহিঙ্গাদের** উপর) এটি কাজে লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া, **দৈনন্দিন জীবনে ঘটা যৌন সহিংসতার** সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য এই নির্দেশিকা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। ২০১৮ সালের নভেম্বরে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফিসের প্রিভেন্ট সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ইনিশিয়েটিভ টিম সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরতদের জন্য আন্তর্জাতিক মানদ- তৈরির লক্ষ্যে 'মুরাদ-বিধি' প্রস্তাব করেছে। এই সংক্রান্ত পরামর্শ প্রক্রিয়াতে এই নির্দেশিকার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

কিছু উল্লেখযোগ্য দিক:

- এই নির্দেশিকা তৈরি করেছেন যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীরা। আর এটিতে যেসব পরামর্শ বা যে ব্যবস্থাপত্র তুলে ধরা হয়েছে তা তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত।
- এই নির্দেশিকা স্থানীয় নীতিগত পর্যালোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত এবং এটির স্থান হবে কোনো প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার উপরে।
- এই সংক্রান্তকাজ সমন্বয়ের জন্য কোনো পরিষদ সক্রিয় কিনা তা মনে করিয়ে দিতে সহায়তা করবে এই নির্দেশিকা। দরকারি ব্যাপার হলো, কোনো কাজ করতে গিয়ে আরো সাক্ষ্য রেকর্ড করা প্রয়োজন কিনা এবং সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত প্রকাশিত উপকরণ রয়েছে কিনা তা নিয়ে ভাবা গুরুত্বপূর্ণ।
- বিচারিক কাজে ব্যবহার্য সাক্ষ্যের বিস্তার তার কর্মপরিধির জন্য অনেকটাই সঙ্কীর্ণ হতে পারে। আর এই নির্দেশিকার কেন্দ্রীয় মনোযোগের জায়গা হলো নীতিসম্মত সাক্ষ্য সংগ্রহ।
- যারা সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন তাদেরকে দীর্ঘ সময় নিয়ে তা করতে বলা হচ্ছে। তবে যাদের হাতে ততোটা সময় থাকবে না, তাদেরও কতগুলো বিষয়ে সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীর পরিপ্রেক্ষিত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরতে পারা উচিত। বিষয়গুলো হলো: যৌন সহিংসতার কারণ, সাক্ষ্যপ্রদানের বিবিধ প্রেক্ষিত, সেই নারীর বয়ান অক্ষুণ্ন রেখে তার ভাষা ব্যবহার, শাব্দিক ব্যঞ্জনা ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি।

প্রণীত নীতিমালা:

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার পূর্বে:

১. সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে আপনি কি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছেন? বীরঙ্গনাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি যথার্থ হতে হবে, স্পষ্টভাবে জেনে বুঝে কাজ করতে হবে। এই জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রেনিং অপরিহার্য। ভাবতে হবে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে। বিদ্যমান গবেষণাগুলো পড়ে নিতে হবে। বীরাঙ্গনাদের মাঝে গবেষণার, বার বার সাক্ষাৎকার দেওয়ার ক্লান্তিও এড়াতে হবে।

২. কার সাক্ষ্য প্রাধান্য পাচ্ছে? যে বীরাঙ্গনা স্বপ্রণোদিত হয়ে আসবেন তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা নৈতিক। **সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে তাঁকে একটি পত্র প্রদান করা জরুরি, যেটিতে এই সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য কী কাজে ব্যবহৃত হবে, তা লেখা থাকবে।** সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য, তা কীভাবে ব্যাবহৃত হবে, কে তা পড়বে/শুনবে, সাক্ষ্যদানের পরিণাম-এসব কিছু বীরাঙ্গনার সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।

৩. গবেষকের অবস্থান (লিঙ্গ, বয়স, বর্গ, অভিজ্ঞতা) কীভাবে সাক্ষ্য প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে? প্রশ্নগুলি ভেবেচিন্তে করতে হবে।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার সময়:

৪. গবেষণার আগে কি পরিমাপ করেছেন যে সাক্ষ্যদানের ফলে ধর্ষণের শিকার নারীদের কী ঝুঁকি আসতে পারে?

- সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীর স্থান-কালের সীমানা ছাড়িয়ে অর্থনৈতিক, শারীরিক, মানসিক নিরাপত্তার সার্বিক মূল্যায়ন একেবারে অপরিহার্য। আমাদেরকে সেই নারীর স্বার্থ সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করলে তাঁকে যে সম্ভাব্য নানাবিধ সমস্যার ('কলঙ্কের' আর্থ-সামাজিক প্রকাশসহ) মুখোমুখি হতে পারে সে বিষয়টি আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।
- মধ্যস্থতাকারী (গেটকিপার ও ইন্টারমিডিয়ারি) ব্যক্তি, দোভাষী (ইন্টারপ্রিটার) ও অনুবাদকদের (ট্রান্সলেটর) উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, ধর্ষণের শিকার নারীদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তারা কথা বলতে ইচ্ছুক কিনা।

৫. পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে এসেছেন তো? পর্যাপ্ত সময় নিয়ে গেলে সাক্ষ্যদাতা তাঁর সুবিধেমতো (সময়ে ও স্থানে) সাক্ষাৎকার (যদি দিতে চান) দিতে পারেন। তাঁর প্রেক্ষাপটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- সম্ভব হলে, স্থানীয় পরিস্থিতি/রাজনীতি সম্পর্কে জেনে এলাকায় যেতে হবে।
- বীরাঙ্গনাদের পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে এলাকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাবাসীরও সাক্ষাৎকার নেওয়া শ্রেয়। এটি বীরাঙ্গনাকে কম স্পষ্ট করে তোলে এবং অন্যদের ঈর্ষা এড়ানো যায়।
- যেখানে প্রযোজ্য ও সম্ভব, ক্ষতিগ্রস্থ নারীর পরিবার, সন্তান ও সম্প্রদায়ের/সমাজের সাথে কথা বলে তাঁর সামাজিক-আর্থিক অবস্থান বুঝে নিতে হবে।
- যুদ্ধে ধর্ষিত মহিলাদের সাথে বিশ্বাস, আস্থা ও অনুভূতির সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন, এবং তা সম্ভব দৈনন্দিন হৃদ্যতা আদানপ্রদানের মাধ্যমে।
- বিভিন্ন নথি ও দলিল অনুসন্ধান করে এলাকার অবস্থা বুঝে নিতে হবে।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার সময় ও পরে:

৬. আপনি প্রতি উপলক্ষে বীরাঙ্গনার জ্ঞাতসারে অর্থপূর্ণ সম্মতি নিয়েছেন? বীরাঙ্গনাদের সাথে গবেষণার সময় ক্রমাগত নীতিসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং বারংবার সম্মতি নিতে হবে।

- যিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি যাতে তার অধিকার ও প্রাপ্য পরিষেবাসমূহ জানেন ও বোঝেন তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এটা আবার তাঁর জ্ঞাতসারে সম্মতি নেওয়ার পথ করে দেয়।
- গবেষণার উদ্দেশ্য তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। কোনো বীরাঙ্গনার বয়ান রেকর্ড করা, তাঁর ছবি তোলা এবং সেগুলো কোনো প্রকাশনায় দেওয়ার আগে বারংবার তাঁর জ্ঞাতসারে সম্মতি নেয়া প্রয়োজন। লিপিবদ্ধটি ঠিক হয়েছে কিনা তা তাঁর মাধ্যমে যাচাই ও তা ছাপার অনুমতি নিতে হবে। সংগৃহীত তথ্য কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কে শুনবে তার সাক্ষ্য, তাঁর এই সাক্ষ্য প্রদানের পর তাঁর সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, তা সাক্ষ্যদাতার সাথে আলোচনা করে নিতে হবে। প্রকাশিত কাজ তাঁকে দেখানো উচিত। সাক্ষ্যপ্রদানের পর সাক্ষ্যগ্রহণকারী কীভাবে তাঁদের ফলো-আপ করবে তা নিয়েও সম্মত হওয়া উচিত। বীরাঙ্গনা চাইলে তাঁর সম্মতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত পরিসরে অনধিকার প্রবেশ এড়িয়ে যেতে হবে।
- কোনো প্রকার আশ্বাস দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংবর্ধনার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর আগে তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- আমাদের গবেষণার কারণে সাক্ষাৎকারদাতার অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ করা যাবে না। মিথ্যা আশ্বাস দেওয়াতে, মিথ্যা বলে সংবর্ধনাতে নিয়ে গেলে, তাঁদের অনুমতি না নিয়ে তাঁদের ছবি ও কথা কাগজে তুলে ধরলে, তাঁদের সম্মতি না নিয়ে, তাদের বিদ্যমান অবস্থা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। খালি একাত্তরের কাহিনী খুঁজতে গিয়ে তাঁদের সামাজিক অবস্থার কথা ও সাক্ষ্যদানের পরিণতির কথা ভুলে গেলে চলবে না।

৭. আপনি কি ধর্ষণের শিকার নারীদের যুদ্ধ পরবর্তী ও বর্তমান জীবনের অবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন? এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরো মনে রাখতে হবে:

- সাক্ষ্য বর্ণনার সময় রোমাঞ্চকর উপস্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে।
- গবেষকের চিন্তাধারা যেন এই সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত না করে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।
- অযৌক্তিকভাবে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাস্তব কাহিনীকে ভয়ংকরভাবে উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্যের অবমাননাকর উপস্থাপনা এড়িয়ে যেতে হবে।
- বীরাঙ্গনাদের বিশদ তথ্য, সাক্ষ্যদানের সময় তাঁরা যেভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁদের মুখ ও অঙ্গভঙ্গিমা বর্ণনার মধ্যে থাকতে হবে। তাঁরা কী কী ইঙ্গিত করেন, বলেন, নির্দেশ করেন, তা লিখে রাখতে হবে। শুধু সাক্ষাৎকারের একরৈখিক বর্ণনা নয়, বরং সাক্ষ্য গ্রহণের সময়কার পূর্বোল্লিখিত সকল কিছু বর্ণনা আলাদা করে লিখে রাখতে হবে। যারা যেভাবে তাঁদের কাহিনী উপস্থাপন করে তা অসম্পূর্ণ খণ্ডে, কথ্য ইতিহাসের মাধ্যমে বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে তা তুলে ধরতে হবে।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার পরে:

৮. আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে যুদ্ধকালীন ধর্ষিত নারীদের ছবি ও কাহিনী- তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ও পরে- আমাদের কেমন ভাবে ভাষায় ও ছবিতে ব্যবহার/উপস্থাপন করা উচিত? এর পরিণতি কি? এই ভাষার, তাঁদের ছবির মাধ্যমে, আমরা যেন তাঁদের দোষারোপ না করি।

৯. আপনি কি গোপনীয়তা ও ছদ্মনাম, নাম প্রকাশ করার ইচ্ছা বা ছদ্মনাম দেওয়া না দেওয়ার জটিলতা নিয়ে ভেবেছেন? এই বিষয়ে সম্পূর্ণ এখতিয়ার সাক্ষ্যদানকারীর। আমাদের উচিত তাদের ইচ্ছা মেনে চলা।

১০. সাক্ষ্য গ্রহণ করার পরে আপনি কি যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের সাথে যোগাযোগ, হৃদ্যতার সম্পর্ক রেখেছেন? তাদের এতে সম্মতি থাকা প্রয়োজন।

এই নীতিমালার দ্রুত বাস্তবায়ন আবশ্যক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নীতিমালা অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জীর বই স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাংলাদেশ ওয়ার অফ ১৯৭১ (২০১৫ ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬, জুবান) অবলম্বনে রচিত। এই নীতিমালা অধ্যাপক মুখার্জী (নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়) ও রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব)-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'টি কর্মশালা (নভেম্বর ২০১৬, অগাস্ট ২০১৭) এবং ২০১৮ সালের আগস্টে আয়োজিত বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক কর্তৃক নীতিমালা উদ্বোধনের সেমিনারের আলোকে প্রণীত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে এই প্রকল্পের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে জড়িত রয়েছে। এই কর্মশালাগুলিতে অংশগ্রহণকারী নানা অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার (যেমন গবেষক, অধ্যাপক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, উকিল, লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী) এই নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ব্যাপারে জোরালোভাবে তাদের মতামত জানিয়েছেন।

অনুবাদ বিষয়ক পরামর্শের জন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ নিবেদন করছি সুরাইয়া বেগম, অধ্যাপক মির্জা তাসলিমা সুলতানা, অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, ড. জোবাইদা নাসরীন, আহসান হাবীব, রাশিদা আক্তার ও বাবুল চন্দ্র সূত্রধরকে। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ-এর কর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানাই, যাদের শ্রমে ও সহযোগিতায় কর্মশালাগুলো আয়োজন ও নীতিমালা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি, কর্মশালা ও গবেষণার সাথে যুক্ত মুক্তিযোদ্ধা বীরাঙ্গনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাদের অভিজ্ঞতা এই নীতিমালাটির ভীত রচনা করেছে। এই কর্মশালা ও আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথের সামাজিক নৃবিজ্ঞান সমিতি এবং আমেরিকান সমিতির নীতিমালার কোড থেকে কতিপয় ভাষা ব্যবহার করার বিষয়টি আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। আমরা আশা করছি, নীতিমালার এই সংস্করণটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আমরা প্রকাশ করতে পারবো। বর্তমান প্রকাশনাটি বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী ও অংশীজনের মন্তব্য ও অবদানে অশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে। তথাপি মন্ত্রণালয় চাইলে এই নীতিমালার কোনো প্রকার সংশোধনী আনতে পারে, যা বছর বছর সংযোজন করা যেতে পারে।

আত্ম-মূল্যায়ন ফরম

(অংশগ্রহণকারী/ যৌন সহিংসতার শিকার ব্যক্তি এবং/অথবা গেটকিপারদের জন্য এটি একটি লিখিত এবং/অথবা মৌখিক সার-সংক্ষেপ হিসেবে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি, যারা সাক্ষ্য রেকর্ড করবেন তাদের জন্যও এটি স্মারক হিসেবে কাজ করতে পারে।)

প্রশ্নপত্র

		হ্যাঁ	না	**যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করুন: প্রতিটি নীতিমালা আপনি কীভাবে অনুসরণ করেছেন/করেননি।**
১ক.	**সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে আপনি কি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছেন?**			
১খ.	**যৌন সহিংসতার শিকার নারীর উপর আপনার সাক্ষ্যগ্রহণের কী প্রভাব পড়তে পারে তা কি বিবেচনা করেছেন?**			
২ক.	**আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে কার সাক্ষ্য প্রাধান্য পাচ্ছে?**			
২খ.	**সাক্ষ্যদাতাকে আপনি কি একটি পত্র প্রদান করবেন, যেটিতে এই সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য কী কাজে ব্যবহৃত হবে, তা লেখা থাকবে?** সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য, তা কীভাবে ব্যবহৃত হবে, কে তা পড়বে/শুনবে এবং কী উদ্দেশ্যে, সাক্ষ্যদানের সম্ভাব্য পরিণাম-সব কিছু সাক্ষ্যদাতার সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।			
৩.	**আপনি কি ভেবে দেখেছেন, গবেষকের অবস্থান (লিঙ্গ, বয়স, বর্ণ, অভিজ্ঞতা) কীভাবে সাক্ষ্য প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে?**			
৪.	**গবেষণার আগে কি পরিমাপ করেছেন যে সাক্ষ্যদানের ফলে ধর্ষণের শিকার নারীদের কী ঝুঁকি আসতে পারে?**			
৫.	**পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে এসেছেন তো?**			
৬ক.	আপনি প্রতি উপলক্ষে বীরাঙ্গনার জ্ঞাতসারে অর্থপূর্ণ সম্মতি নিয়েছেন? বীরাঙ্গনাদের সাথে গবেষণার সময় ক্রমাগত নীতিসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং বারংবার সম্মতি নিতে হবে। আপনার সাক্ষ্য গ্রহণের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যাখ্যা করুন কীভাবে আপনি সাক্ষ্যদাতার কাছ থেকে জ্ঞাতসারে সম্মতি নেওয়ার বিষয়টি সামলাবেন।			
৬খ.	**রেকর্ড করার যন্ত্র ব্যবহার করবার আগে কি সাক্ষ্যদাতার অনুমতি নিয়েছেন?**			

		হ্যাঁ	না	যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করুন: প্রতিটি নীতিমালা আপনি কীভাবে অনুসরণ করেছেন/করেননি।
৬গ.	**প্রকাশের আগে ও পরে যৌন সহিংসতার শিকার নারীকে তার সাক্ষ্যের কপি প্রদান করা হবে?** গবেষণার উদ্দেশ্য তাঁর কাছে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা, তাঁর ছবি তোলা এবং সেগুলো কোনো প্রকাশনায় দেওয়ার আগে বারংবার তাঁর জ্ঞাতসারে সম্মতি নেয়া প্রয়োজন। লিপিবদ্ধটি ঠিক হয়েছে কিনা তা তাঁর মাধ্যমে যাচাই এবং তা ছাপার অনুমতি নিতে হবে। সংগৃহীত তথ্য কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কে শুনবে তার সাক্ষ্য, তাঁর এই সাক্ষ্য প্রদানের পর তাঁর সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, তা সাক্ষ্যদাতার সাথে আলোচনা করে নিতে হবে। প্রকাশিত কাজ তাঁকে দেখানো উচিত। সাক্ষ্যদানের পর সাক্ষ্যগ্রহণকারী কীভাবে তাঁর ফলো-আপ করবে তা নিয়েও সম্মত হওয়া উচিত। তিনি চাইলে তাঁর সম্মতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ করতে পারবেন।			
৭.	**আপনি কি ধর্ষণের শিকার নারীদের যুদ্ধ পরবর্তী ও বর্তমান জীবনের অবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন?**			
৮.	**আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে যুদ্ধকালীন ধর্ষিত নারীর কাহিনী ও ছবি তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহণের সময় ও পরে-আমাদের কেমন ভাবে ভাষায় ও ছবিতে ব্যবহার/উপস্থাপন করা উচিত?**			
৯.	**আপনি কি গোপনীয়তা ও ছদ্মনাম, নাম প্রকাশ করার ইচ্ছা, বা ছদ্মনাম দেওয়া না দেওয়ার জটিলতা নিয়ে ভেবেছেন? আপনি কি স্পষ্টভাবে সকল সাক্ষ্যদাতাকে বেনামী থাকার অধিকার দিবেন?**			
১০.	**সাক্ষ্য গ্রহণ করার পরে আপনি কি যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের সাথে যোগাযোগ, হৃদ্যতার সম্পর্ক রেখেছেন?**			
১১.	**আর কোনো নীতিগত বিষয় কি আপনার সাক্ষ্য প্রক্রিয়াতে প্রাধান্য পেয়েছে?**			

অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ: উপরোক্ত কোনো প্রশ্নের সাপেক্ষে অনুগ্রহ করে বিস্তারিত বিবরণ দান করুন।